বেজায় রগড়

— ছবির অন্তরালে —

কাহিনী : নাট্যকার ভূপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়.
পরিচালক : তুলসী লাহিড়ি
আলোকচিত্র শিল্পী : বিভূতি দাস
শব্দ-যন্ত্রী : গফুর
রসায়নাগারাধ্যক্ষ : জগৎ রায় চৌধুরী ও পূর্ণ চট্টোপাধ্যায়
চিত্র-সম্পাদক : শ্যাম দাস ও সুকুমার

— ছবির পর্দায় —

মামা	:	তুলসী লাহিড়ি
পদ্মলোচন	:	কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়
বাঙ্গাল জমিদার	:	সত্য মুখার্জি
জমিদারের ছেলে	:	মাষ্টার সন্তু
ঠানদি	:	হরিসুন্দরী (ব্ল্যাকী)
মামী	:	উষাবতী (পটল)
ঝি	:	গিরিবালা (বুড়ি)
জমিদার পত্নী	:	রেণু

—প্রভৃতি—

বেজায় রগড়

—গল্পাংশ—

যেমন কংস মামা তেমনি কানায়ে ভাগ্নে! মামা আর ভাগ্নে পদ্মলোচন কোলকাতায় এসেছে গ্রহণের স্নান করতে। ধরাধরি দান-ধ্যান করে বেচারীরা ত খানিকটা পুণ্যি সঞ্চয় করে ফেললে। মামা কিছু সন্দেশ এনেছিল একটা হাঁড়িতে—পাছে ভাগ্নে হাঁড়িটা শেষ ক'রে, মামা বললে, হাঁড়ির ভেতর সাপ আছে, খুলিসনি। বলে, মামা চান্ করতে নামল। ভাগ্নে হাঁড়ি শেষ করে ফেললে। মামা গেল চটে, কিন্তু, ভাঙ্লে না। ভাগ্নেকে বেশ রীতিমত বোকা বুঝিয়ে এক বাঙ্গাল জমিদারের কাছে তাকে বিক্রী করে গা ঢাকা দিলে। ভাগ্নে ত অবাক্!

কি আর করে, বেচারী চোখ কান বুজে নোনা মাছ আর গুগলীর ঝোল রাঁধে। শুধু কি তাই, গাঁটের কড়ি খরচ করে চাকর রেখেছে জমিদার, বেচারিকে দিয়ে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্য্যন্ত করিয়ে নেয়। উপায়ান্তর না দেখে পদ্মলোচন অনেক মাথা ঘামিয়ে এক মৎলব ঠাওরালে: রান্নার ফাঁকে বাইরে বেরিয়ে চীৎকার করে নেমাজ পড়্তে আরম্ভ করে দিলে।

বাড়ি শুদ্ধ লোক প্রমাদ গণ্লে—জাত যায়! বাঙ্গাল জমিদারের মাথায় হাত বুলিয়ে বেশ কিছু আদায় করে পদ্মলোচন বেচারীর জাত বাঁচালে।

ওদিকে গরু বেচা কড়ি—মানে ভাগ্নে বেচা টাকা পকেটমারের হাতে তুলে দিয়ে মামা হ'য়ে পড়্ল নিঃসম্বল।

অগত্যা, দেশে ফিরে গেল। গিয়ে দেখে ভাগ্নে পদ্মলোচন দিব্যি ঘটা করে মামার শ্রাদ্ধ সুরু করে দিয়েছে। স্ত্রীর হাত খালি, বিধবার বেশ—বেচারীর যেমন রাগ হ'ল, কান্নাও পেতে লাগ্ল তেমনি। কিন্তু, আর এক ফ্যাসাদ। পদ্মলোচন বল্লে—ও মামা নয়, মামার ভূত!

শেষ পর্য্যন্ত ব্যাপার কি দাঁড়াল, "বেজায় রগড়" দেখলে হাসি চেপে কখনই থাকতে পারবেন না। তবে ভাগ্নে পদ্মলোচন যা কর্লে, তাকে বলা যায় "বেজায় রগড়"

—— —

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্স

PRINTED & ENGRAVED BY AMIYA DEY AT MULTI-COLUR PRINTING & PROCESS WORKS. 6. BOOTERKINST CALCUTTA.
Sole Selling Agent B. Nan.